যুগান্তর

MAY 25 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১ ৬ কলাম ... ...

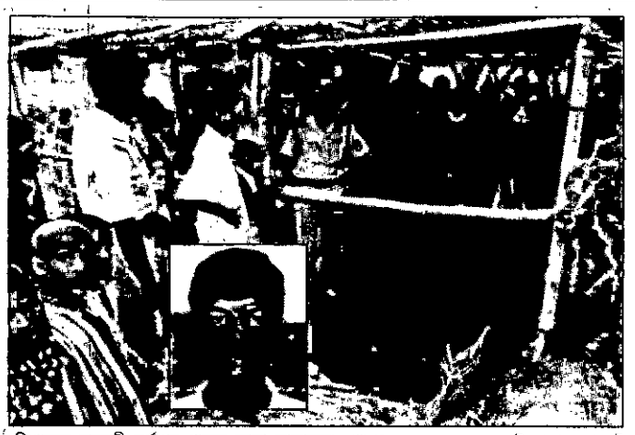

ত্রিশালের অলহরী দুর্গাপুর গ্রামের আলা ডাকাতের গোয়াল ঘরের ভেতরে এই বাঙ্কার থেকেই অপহৃত রনিকে চার দিন পর উদ্ধার করা হয়: ইনসেটে রনি -যুগান্তর

ত্রিশালে ডাকাতের বাড়ির অন্ধকার বাঙ্কার থেকে অপহৃত মাদ্রাসা ছাত্র উদ্ধার

আতাউল করিম খোকন, *ময়মনসিংহ থেকে*

ত্রিশাল উপজেলার অলহরির দুর্গাপুর গ্রামের মাটির নিচের অন্ধকার বাংকার থেকে অপহরণের ৫ দিন পর মাদ্রাসার ছাত্র জহিরুল ইসলাম রনিকে (১৪) ২২ মে ফুলবাড়িয়া পুলিশ ঝটিকা অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে। গ্রেফতার করেছে ১ জন মহিলাসহ ৬ জন আন্তঃজেলা অপহরণকারী দলের সদস্যকে । পুলিশ জানায়, গত ১৯ মে গভীর রাতে একদল সশস্ত্র ব্যক্তি ময়মনসিংহ জেলার ফুলবাড়িয়া উপজেলার কালাদহ ইউনিয়নের বিদ্যানন্দ গ্রামের আক্কাছ আলী ফকিরের ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মালামাল লুট করে এবং যাওয়ার সময় তার পুত্র মাদ্রাসার ছাত্র জহিরুল ইসলাম রনিকে ৫ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পুলিশ অহরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ফুলবাড়িয়ার কৈয়েরচালা

ত্রিশালে : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৪

ত্রিশালে : বাংকার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গ্রামের মোতালেব (২২), পলাশতলী গ্রামের আবদুর রশীদ (৪৫), সোহরাব (৪৫) ও বিদ্যানন্দ গ্রামের মোবারক হোসেনকে (৪৫) গ্রেফতার করে। ফুলবাড়িয়া থানার ওসি কামরুল ইসলাম জানান, অপহরণের পর থেকেই পুলিশ রনিকে উদ্ধারের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছিল। অপহৃত রনিকে মাটির নিচে বাংকারে বন্দি করে রাখা হয়েছে- গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এই সংবাদের ভিত্তিতে গত ২২ মে ফুলবাড়িয়া থানা পুলিশ ত্রিশাল থানার সহায়তায় ফুলবাড়িয়া থানার দারোগা হাসান মোস্তফা, আবদুল কাদের, এএসআই কোহিনুর ও বদরুল আলমের নেতৃত্বে ফুলবাড়িয়া থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ত্রিশালের দুর্গম এলাকা অলহরি দুর্গাপুর গ্রামের আলাউদ্দিন ওরফে আলা ডাকাতের বাড়ি ঘেরাও করে তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ির গোয়ালঘরের ভেতরে সুকৌশলে তৈরি একটি মাটির বাংকারের সন্ধান পায়। বাংকারের উৎসমুখের সন্ধান পেয়ে পুলিশ রনিকে ডাকলে সে বাংকারের ভেতর থেকে চিৎকার করে সাড়া দেয়। পুলিশ অন্ধকার মাটির নিচে তৈরি বাংকার থেকে বন্দি রনিকে উদ্ধার করে। আলা ডাকাত পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে গেলেও পুলিশ তার স্ত্রী সমেলাকে গ্রেফতার করে। বাংকারে ৫ দিনের বন্দিদশার বর্ণনা দিয়ে রনি জানায়, তাকে দিনে ও রাতে প্রায় সব সময় অন্ধকার মাটির নিচে বন্দি করে রাখা হতো। আলা ডাকাতের স্ত্রী বেশিরভাগ সময়ই তাকে পাঁহারা দিত এবং খাবার দিত। সমেলা বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। ওসি জানান, গ্রেফতারকৃত ৬ জনই আন্তঃজেলা অপহরণকারী দলের সদস্য। সংঘবদ্ধ এই দলটি ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও সুনামগঞ্জ জেলায় মানুষ ও গরু অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করে। জানা যায়, গত দুই মাসে ফুলবাড়িয়া, ত্রিশাল ও গফরগাঁওয়ে মুক্তিপণের দাবিতে ৬ জনকে অপহরণ করা হয়েছে।